**বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, রবিবার, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৮, ০৭ আগস্ট ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১১-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে নবজাতককে মাতৃদুগ্ধ পানের ব্যাপারে জন-সচেতনতা আরো বাড়বে বলে আমি আশা করি।

আগস্ট মাস বাঙালি জাতির শোকের মাস। এই শোকের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত আমার পরিবারের সকল সদস্যকে।

সুধিমন্ডলী,

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দানের সাথে সময়, স্থান ও যোগাযোগ এ তিনটি দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন অবস্থা থেকে শিশুর ছয় মাস পর্যন্ত সময়টা মাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ রাখতে হবে। এ সময়ে পরিবার, সমাজ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে মার প্রতি সহায়ক করতে হবে। দুগ্ধদানকে নিরাপদ করা, উৎসাহ ও সমর্থন দেওয়ার জন্য মার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।

মার প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে মিডিয়াকে আরো উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। দুগ্ধদানের উপকারিতা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। এ নিয়ে মা, পরিবার ও সমাজের মধ্যে যে সব ভুল ধারণা কাজ করে সেগুলো দূরীভূত করতে হবে। শুধু মা নয়, পরিবার ও সমাজকেও সকল সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ শিশুর জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ ও নিরাপদ খাদ্য ও পানীয়। এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারা, আয়াত ২৩৩-এ শিশুদের দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সবার দায়িত্ব ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যাতে মা নিশ্চিন্তে তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান সহজ করার লক্ষ্যে কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৩ মাস থেকে বাড়িয়ে ৪ মাস করেছিলাম। এবার আমরা এ ছুটি ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করেছি।

সকল অফিস-আদালত ব্যাংক-বীমা, হাসপাতাল, সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাতৃদুগ্ধ পানের সুব্যবস্থা করা ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হচ্ছে। আমি দেশের সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আহবান জানাবো তারাও যেন ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে বেড়ে উঠা পর্যন্ত তাদের পূর্ণ যত্ন নিতে হবে। শিশুকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। মাকেও পর্যাপ্ত খাবার দিতে হবে। শিশুর ৬ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। সময়মতো টীকাগুলো দিতে হবে।

একটি শিশু সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টভাবে বেড়ে উঠলে তার মেধারও পূর্ণ বিকাশ হয়। তাহলে সে লেখাপড়ায় ভাল করবে। ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। এভাবে একটি মেধাবী প্রজন্ম সৃষ্টি হবে। এতে পরিবার, সমাজ ও দেশ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে।

সুধিবৃন্দ,

মাতৃদুগ্ধপান কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করছি। আমরা প্রায় একশ'টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৯০০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করেছি।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা তিন হাজার মিডওয়াইফ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের জন্য ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৯ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিডওয়াইফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কাজ করছে।

আমরা শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্য অর্জন করেছি। সে জন্য জাতিসংঘ আমাদেরকে গত বছর এমডিজি এওয়ার্ড দিয়েছে। আমরা মাতৃ মৃত্যুর হারও এক লাখে ১৯৪ জনে কমিয়ে এনেছি। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যের চেয়েও আরো ভাল অবস্থায় পৌঁছাবো।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে আমরা ইতোমধ্যে প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেছি। সেগুলোতে বিনা মূল্যে পর্যাপ্ত ঔষধ বিতরণ করছি। ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌছানো হবে।

ক্লিনিকগুলোর জন্য কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন সাড়ে ১৩ হাজার কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা টেলি মেডিসিন ব্যবস্থা চালু করেছি। ফলে ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০৬টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আরও ৯৭টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে চার জন করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছে। আমরা ই-হেলথ কেয়ার চালু করছি।

১৭টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

আমরা ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। শীঘ্রই আরও ৫ শতাধিক চিকিৎসক এবং ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর দুই হাজার ৬৬৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫ হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। দরিদ্র ও নিম্নআয়ভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ৮৪টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। এ জন্য চলতি অর্থবছরে ২২ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে ২০ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এ সব কর্মসূচীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরকে কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। কৃষি ঋণ বাড়ানো হচ্ছে। গরীব মানুষগুলোর সামাজিক ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি দিচ্ছি। বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। স্কুলে টিফিন প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি।

সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং এতিম ও অসহায় শিশুদের কল্যাণে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণের ফলে উত্তারাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের মঙ্গা সমস্যা দূরীভূত হয়েছে।

আমরা ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ২৪৫ জন বস্তিবাসীকে পুনর্বাসিত করেছি।

আমরা বেশি দামে খাদ্য আমদানি করে তা কম দামে ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ড ও রেশন হিসেবে দিচ্ছি। এই পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ কর্মসূচী হিসেবে ৬৬ লাখ পরিবারকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে চাল দিচ্ছি। স্বল্প আয়ভোগী দুগ্ধদানকারী মায়েদেরকে ভাতা দিচ্ছি।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য সহ সব পণ্যের দাম বাড়ছে। আমরা ভর্তুকি দিয়ে, আমদানি শুল্ক কমিয়ে, বাজার মনিটরিং জোরদার করে, বাজার হস্তক্ষেপ করে পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখছি।

সমাজে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ‘একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচী' চালু করেছি। চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচীতে ৩৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এর ফলে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েরাও সুষম পুষ্টি গ্রহণ করতে পারছে। জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় ১৮১ কোটি টাকা ব্যয় করছি।

হতদরিদ্র মায়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে আমরা এবার ৯২ হাজার দরিদ্র মাকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দিচ্ছি। গত বছর ৮০ হাজার মাকে এ ভাতা দিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিল্প, বিনিয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি, কৃষিসহ প্রতিটি খাতে আমরা অনেক অগ্রগতি সাধন করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। জাতীয় গ্রীডে সর্বোচ্চ ৫০২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি। আমি জানি, চাহিদার তুলনায় এ সাফল্য যথেষ্ট নয়। কারণ, বর্তমান চাহিদা ৭০০০ মেগাওয়াট। এ ঘাটতির জন্য কারা দায়ী আপনারা তা জানেন। ২০০১ সালে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াটে রেখে যাই। বিএনপি-জামাত জোট সরকার যদি উৎপাদন এক হাজার মেগাওয়াটও বাড়াতে পারতো তাহলে আজকে এমন অবস্থা হতো না। বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তারপরও আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

একটি মহল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথকে রুদ্ধ করতে, দুর্নীতিবাজ ছেলেদেরকে রক্ষা করতে, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার বিচারকে বাধাগ্রস্ত করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা জাতিকে বিভ্রান্ত করতে নানা অপকৌশলে লিপ্ত রয়েছে। মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। এসব ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থেকে দেশকে রক্ষার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার আহবান জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত জাতি গঠনের। এ জন্য প্রয়োজন একটি সুস্থ, সবল প্রজন্ম। তার জন্য মায়ের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের একার পক্ষে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রতিটি পরিবারকে উদ্যোগ নিতে হবে। মা ও শিশুর প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে।

জাতির পিতার লক্ষ্য অর্জন করতে আমাদেরকে আরো এগুতে হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত, শিক্ষিত, পুষ্টিসম্পন্ন সুখী-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

আসুন, সবাই মিলে আমরা ঘরে ঘরে সুস্থ মা গড়ে তুলি। সুস্থ সবল শিশু গড়ে উঠার জন্য সহযোগিতা করি।

এ আহ্বান জানিয়ে সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১১-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......